

সহজ নিয়মে
কুরআনের
৮০% অর্থ
জিহ্বা
প্রথম খণ্ড

(গল্পকথায় কুরআনের মৌলিক আরবি ব্যাকরণ, অর্থসহ কালার-কোডেড ৫০০+
আয়াত-উদাহরণ, ৬টি সুরার আদ্যোপান্ত এবং কুরআনের ৮০% শব্দভান্ডার)

হাফেজ মুহাম্মাদ মুহসিন মাশকুর

পিএইচডি (চলমান), এম.ফিল, বি.এ, এম.এ, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

খন্ডকালীন শিক্ষক, আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ফ্যাকাল্টি মেম্বর, আই.ইউ.টি-ও.আই.সি, গাজীপুর।

খতীব, পূর্ব কুনিপাড়া জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা।

ফেলো, ডিউক ডিভিনিটি স্কুল, যুক্তরাষ্ট্র।



কাদের জন্য এই বই এবং কেন?

এই বইটি বিশেষভাবে প্রণীত হয়েছে দুই ধরনের পাঠকের কথা মাথায় রেখে। প্রথমত, নন-মাদরাসা শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ, যারা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন কিন্তু কুরআনীয় আরবি ভাষার কোনো পূর্ব ভিত্তি নেই—তাদের জন্য এই বই একটি শক্ত ভিত্তি নির্মাণ করবে। শূন্য থেকে শুরু করে তারা শব্দে শব্দে কুরআন বুঝতে শিখবেন, ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয়ত, মাদরাসা শিক্ষার্থীরা, যারা বছরের পর বছর নাহু-সরফ পড়েছেন কিন্তু কুরআনের যেকোনো আয়াত সামনে এলে শব্দার্থ ও অনুবাদে দ্বিধাগ্রস্ত হন—তাদের জন্য এই বই শাস্ত্রীয় আরবি ভাষার ভিত্তি সুদৃঢ় করবে এবং তত্ত্বীয় জ্ঞানকে প্রায়োগিক দক্ষতায় রূপান্তরিত করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল গবেষণায় আমরা দেখেছি, আমাদের কন্টেন্ট অধ্যয়নের পর নন-মাদরাসা শিক্ষার্থী ও মাদরাসা শিক্ষার্থীরা যেকোনো আয়াতের শব্দ ধরে ধরে অনুবাদ করতে পারেন, এমনকি অপরিচিত শব্দেও প্রাসঙ্গিক ধারণা করতে সক্ষম হন। সুতরাং আপনি সাধারণ শিক্ষার্থী হন বা মাদরাসা পড়ুয়া—এই বই আপনার কুরআনীয় আরবি ভাষার দক্ষতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে এম.ফিল গবেষণা

‘কুরআনের অর্থ শিক্ষণপদ্ধতি : বাংলা ভাষাভাষীদের ওপর একটি প্রায়োগিক সমীক্ষা’ শিরোনামে ২০১৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে আমি এম.ফিল (মাস্টার অব ফিলোসফি) গবেষণা শুরু করি। ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে আমার এম.ফিল গবেষণাটি সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ! এই গবেষণাকর্মে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও পেশাজীবীদের কুরআনের অর্থ শিক্ষণ এবং কুরআনের অর্থ শিক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতি নিয়ে কথা বলা হয়েছে। গবেষণায় বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য কুরআনের অর্থ শিক্ষণের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলক অধ্যায়ভিত্তিক নতুন একটি পদ্ধতি ও কোর্স উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুরআনের অর্থ শিক্ষণের নতুন সিলেবাস বা

কোর্স মডিউল রচনার সুপারিশ করা হয়েছে। কুরআনের অর্থ শেখানোর জন্য গ্রন্থটি আমার সুপেরই প্রতিফলন; আমার এম.ফিল গবেষণার আউটকাম।

২০২৩ সালের মার্চ মাসের কথা। ‘টেন মিনিট স্কুল’-এর সাথে আমার এম.ফিল গবেষণার ওপর ভিত্তি করে সর্বসাধারণের জন্য একটি পেইড ভিডিও কোর্স তৈরির কথা হয়। দীর্ঘ প্রায় ২ বছর যাবৎ, আরামের ঘুম ত্যাগ করে প্রায় এক হাজার কর্মঘণ্টা ব্যয় করে ১৪৪৬ হিজরি ১০ রমজান মোতাবেক ২০২৫ সালের মার্চ মাসের ১০ তারিখে আমার কোর্সটি ‘টেন মিনিট স্কুল’-এর ওয়েবসাইটে ১২৫০ টাকায় পেইড কোর্স হিসেবে প্রকাশিত হয়। কোর্সটিতে ৪৫টি লেকচারে প্রায় ২৪ ঘণ্টার ভিডিও রয়েছে। প্রতিটি ভিডিওর সাথে অনুশীলনের জন্য দেওয়া হয়েছে পিডিএফ ফাইল ও কুইজ। প্রতিটি অধ্যায় শেষে আছে অধ্যায়ভিত্তিক কুইজ। নিচের কিউআর কোড স্ক্যান করলে কোর্সটি দেখতে পাবেন—



অনুগ্রহ করে
স্ক্যান করুন

এই গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষণপদ্ধতি

এই গ্রন্থটি Eclectic Pedagogical Approach (সারগ্রাহী শিক্ষাপদ্ধতি) অনুসরণ করে প্রণীত, যেখানে ভাষাশিক্ষণ, সাধারণ শিক্ষা তত্ত্ব এবং ইসলামি শিক্ষাদর্শের সেরা উপাদানসমূহ সমন্বিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে ১০ বছরের (২০১৫-২০২৪) Literature Review, Survey এবং Experimental Study পরিচালনা করে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য একটি বৈজ্ঞানিক ও সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। Direct Method প্রয়োগ করে visual aids ও কালার-কোডিং-এর মাধ্যমে শব্দের অর্থ শেখানো হয়েছে এবং Storytelling পদ্ধতি অবলম্বন করে গল্পের মাধ্যমে ব্যাকরণ সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। MT5T পদ্ধতি (Deep Processing, Visual Imagery এবং Spaced Repetition ভিত্তিক) প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ ছাড়াই পাঁচবার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শব্দার্থ স্মৃতিতে সংরক্ষণ করতে পারে। Bloom's Taxonomy অনুসরণ করে জ্ঞানীয় বিকাশের সব স্তর (Remember → Create) সমন্বিত করা হয়েছে এবং তাদাবুসের (গভীর চিন্তন) স্তর অর্জনের উপযোগী করা হয়েছে। Self-Paced Instructional Modules হিসেবে বইটি সাজানো হয়েছে। যাতে শিক্ষার্থীরা নিজের গতিতে শিখতে পারবে এবং লেসনভিত্তিক কুইজ ও অধ্যায়ভিত্তিক কুইজ শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাই ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে। গবেষণায় নৈতিক বিবেচনা (Informed Consent, Confidentiality, Voluntary Participation, No Harm Principle) কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি একটি সমন্বিত, বৈজ্ঞানিক ও গবেষণাভিত্তিক শিক্ষণপদ্ধতির ফসল, যার মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ সহজে, দ্রুত এবং আনন্দের সাথে কুরআন বুঝে পড়তে শিখবে, ইনশাআল্লাহ।

বাংলাদেশের বাস্তবতা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা মোট ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯১১ জন, যা বিশ্বের নবম বৃহত্তম জনসংখ্যা। এর মধ্যে ৯০ % মুসলিম বাকি ১০ % হচ্ছে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারী। ইসলাম বাংলাদেশের প্রধান ধর্ম আর কুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত কিতাব, যা কেবল মুসলিমদের জন্যই নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্যই দিকনির্দেশনা, প্রজ্ঞা এবং অনুপ্রেরণার উৎস। কুরআন বিশুদ্ধভাবে অনেকে পড়তে জানলেও শব্দে শব্দে কুরআনের অর্থ বোঝার দক্ষতা আমাদের অধিকাংশ মানুষের মাঝেই নেই। অথচ মহান আল্লাহ তাআলার এই বাণী কুরআন বোঝা কেবল প্রয়োজনীয়ই নয়; বরং মুসলিম হিসেবে তা অত্যাবশ্যকীয়। কেননা কুরআনেই লুকিয়ে আছে মানবজাতির কল্যাণ, সন্ধান দেওয়া আছে সহজ ও সঠিক পথ সিরাতুল মুস্তাকিমের—কিন্তু কুরআন বুঝে না পড়লে কীভাবে জানা যাবে সেই সঠিক পথ? তাছাড়া বিশুদ্ধ উচ্চারণে তাজবিদ-সহ কুরআন তিলাওয়াত প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ এবং অধিকাংশ মানুষ সারা জীবন এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য—কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, অনেকেরই পুরো জীবনে একটিমাত্র সুরাও অর্থসহ বুঝে পড়ার সৌভাগ্য হয় না।

শিক্ষার্থীদের বিশাল সংখ্যা, কিন্তু কুরআন শিক্ষার ঘাটতি

শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)-এর ‘বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ২০২৩’-এর সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রায় ৩ কোটি ১২ লাখ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। বর্তমানে সারা দেশে ৫৪টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১১২টি অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সহ সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোট শিক্ষার্থী ৪৪ লাখেরও বেশি। আমাদের দেশে অ্যাকাডেমিক পড়াশোনায় কুরআন বুঝে পড়ার কোনোপ্রকার ব্যবস্থা না থাকায় ধর্মপ্রাণ অসংখ্য মুসলিমের পবিত্র কুরআন বোঝার ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যায়।

কুরআন বোঝা কি সত্যিই কঠিন?

কুরআন শেখার কোনো নির্দিষ্ট বয়স কিংবা সময় নেই। যারাই নতুন করে আরবি থেকে শব্দে শব্দে কুরআন বুঝে পড়ার বিষয়টির সাথে পরিচিত হন, তাদের কাছে মনে হয় কুরআনের ভাষা মানেই—আরবি গ্রামারের কঠিন সব নিয়মকানুনের মারপ্যাঁচ। আসলে মানুষ যতটা কঠিন মনে করে, আরবি থেকে শব্দে শব্দে কুরআন বুঝে পড়া ততটা কঠিন নয়। ‘কুরআন বোঝা কঠিন’ এটি বরং কুরআন-বিরোধী কথা, কারণ সুয়ং আল্লাহ তাআলা বলেছেন—কুরআন বোঝা সহজ [দেখুন, সুরা কুমার, আয়াত : ১৫, ১৭, ২২, ৩২, ৪০]। দুনিয়ার হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও সকল মুসলিমের মনে অর্থ বুঝে কুরআন শিখতে না পারার একটা বেদনা থেকেই যায়। গণমানুষের দীর্ঘদিনের সেই সুপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতেই আমরা নিয়ে এসেছি ‘সহজ নিয়মে কুরআনের ৮০ % অর্থ শিখি (প্রথম খণ্ড)’ বইটি!

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতির অভাব

আমাদের জানামতে এখনো পর্যন্ত বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণের উপযোগী এমন কোনো পদ্ধতি বা সিলেবাস প্রণীত হয়নি, যার মাধ্যমে সহজেই কুরআনের জ্ঞানপিপাসু মানুষ নিজে নিজে কুরআন পড়ে শব্দে শব্দে অর্থ বুঝতে পারবেন—বিভিন্ন ভাষা (আরবি ও ইংরেজি) থেকে অনূদিত যে দুয়েকটি পদ্ধতি কোথাও কোথাও চালু আছে, তাও দুর্বোধ্য এবং বাংলাদেশের জনসাধারণের কথা বিবেচনায় না রাখায় সেগুলো কঠিনও বটে। আমরা এই বইটিকে বাংলাদেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কথা বিবেচনায় রেখে নানা বৈশিষ্ট্যের আলোকে সাজিয়েছি, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিত একটি এম.ফিল গবেষণার ফসল এবং দীর্ঘ সময়ের সফল পরীক্ষার ফলাফল থেকে প্রস্তুত। আমরা আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণে বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতি ও সিলেবাসের ওপর জরিপ পরিচালনা করেছি, লিটারেচার রিভিউ করেছি এবং পরিকল্পিতভাবে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অত্যন্ত সহজ, সরল ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুল্পসময়ে শব্দে শব্দে কুরআনের অর্থ বোঝার লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি পেশ করেছি—যার মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ অল্প সময়ে নিজে নিজে আরবি থেকেই শব্দে শব্দে কুরআন বুঝতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ!

ব্যাকরণভীতি থেকে মুক্তি

আরবি ভাষা শেখার কথা এলেই আরবি ব্যাকরণের মারপ্যাঁচ চলে আসে। মানুষ ভয় পায়। আমার থিওরি হলো—আগে ভাষা শেখানো, তারপর গ্রামার। মানুষকে এই ব্যাকরণভীতি থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের এই বইয়ের প্রতিটি পরিচ্ছেদকে কয়েকটি সেগমেন্টে ভাগ করা হয়েছে। একটি গল্প, কুরআনের আয়াত, গল্পকথায় আরবি ব্যাকরণ জানা, কিছু পরিচিত শব্দ শিক্ষা, জানা শব্দের মাধ্যমে অজানা শব্দের সাথে পরিচিত হওয়া। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কারও জন্যই বইটি বিরক্তির কারণ হবে না। গ্রামারের মারপ্যাঁচ না থাকায় সবার কাছেই এটি উপভোগ্য হবে। প্রথমে গল্প পড়তে পড়তেই গ্রামারের আইটেমটি জানা হয়ে যাবে।

আমাদের প্রতিটি লেসনে রয়েছে—

- » একটি গল্প (StoryTelling)
- » এই লেসনে আমরা যা যা শিখব
- » পাঠসংশ্লিষ্ট অর্থসহ কুরআনের একটি আয়াত
- » গল্পের মতো করে গ্রামারের আইটেমটি সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া
- » MT5T পদ্ধতিতে অধ্যায়ের সারাংশটি মূলকথা হিসেবে পড়িয়ে দেওয়া
- » পাঠসংশ্লিষ্ট প্রতিটি আইটেমের কুরআনে বর্ণিত প্রায়োগিক ব্যবহার ও ব্যাকরণের আইটেমটি সহজভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া
- » কুইজ
- » এই লেসনে আমরা যা শিখলাম
- » মোটিভেশন

MT5T পদ্ধতি : আমাদের অনন্য আবিষ্কার

বৈজ্ঞানিক স্মৃতি কৌশল

MT5T (Memorization through 5 Times) হলো একটি ‘অনুধাবনভিত্তিক মুখস্থকরণ’ পদ্ধতি, যা জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞানের (Cognitive Psychology) তিনটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত—

এক. গভীর প্রক্রিয়াকরণ (Deep Processing) : শব্দের অর্থ শুধু পড়া নয়; বরং গভীরভাবে অনুধাবন করা। যেমন, أرض (আরদুন) = Earth/জমিন—এর ধারণাগত সংযোগ তৈরি করা।

দুই. দৃশ্যমান কল্পনা (Visual Imagery) : শব্দটিকে পরিচিত বস্তু, ছবি বা ব্যক্তিগত স্মৃতির সাথে সংযুক্ত করা, যা মস্তিষ্কে দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতি (Long-term Memory) গঠন করে।

তিন. ব্যবধানযুক্ত পুনরাবৃত্তি (Spaced Repetition) : পাঁচবার সচেতন পুনরাবৃত্তি—প্রতিবার অর্থ দেখা, বোঝা ও কল্পনার সাথে—যা নিউরাল পাথওয়ে শক্তিশালী করে।

গবেষণালব্ধ ফলাফল : আমার গত ১০ বছরের পরীক্ষায় আমি দেখেছি, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ ছাড়াই সূতঃস্মৃতিভাবে শব্দার্থ আত্মস্থ করতে পারেন। শত শত অংশগ্রহণকারীর সফলতা প্রমাণ করে—MT5T একটি কার্যকর ও প্রয়োগযোগ্য শিক্ষণ পদ্ধতি।

প্রয়োগ পদ্ধতি : দেখুন → বুঝুন → কল্পনা করুন → পাঁচবার পড়ুন। ইনশাআল্লাহ, শব্দটি আপনার স্মৃতিতে স্থায়ী হয়ে যাবে।

সকল বয়সের মানুষের সুপ্ত পূরণ

রিটায়ার্ড অনেক সরকারি উচ্চপদস্থ অফিসাররা আমাদের কাছে আসেন, যারা শেষজীবনের বাকি সময়টা কুরআনচর্চায় কাটাতে চান। তাদেরকে ইফেক্টিভ ওয়েতে ধরে রাখা ও একটা লম্বা সময় ধরে চর্চার মধ্যে রাখার মতো উপযোগী কোনো বই বা কোর্স বাজারে নেই। কিছু মানুষ আছেন, কুরআন দেখে পড়তে পারলেও কুরআনের অর্থ বুঝতে পারেন না। একজন মুসলিম হিসেবে অর্থসহ তাদাবুর ও অনুধাবনের সাথে কুরআন বুঝে পড়তে কার না সখ জাগে? অনেক মুসলিমেরই দীর্ঘদিনের সুপ্ত থাকে, একদিন না একদিন আমি বুঝে বুঝে কুরআন পড়ব। কুরআন তিলাওয়াত করার সময় আল্লাহ আমাদের কী বলেছেন, তা বোঝা দরকার। তাদের জন্য এই বই সহায়ক হবে। তাদের চাহিদা মেটাতে এই বই।

কোর্স ও বইয়ের সমন্বয়

শুধু বই নয়, আমরা আপনার হাতে তুলে দিয়েছি শেখার একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। এই বইয়ের প্রতিটি পাঠের ভিডিও ক্লাস প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে আপনি ধাপে ধাপে শিখতে পারবেন কীভাবে কুরআনের শব্দগুলো বুঝতে হয়, কীভাবে MT5T পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়, আর কীভাবে গল্পের মাধ্যমে ব্যাকরণ

আত্মস্থ করতে হয়। আপনি চাইলে বাসায় বসে পিসি কিংবা মোবাইলে কোর্সের ভিডিও দেখে দেখে বইটি পড়তে পারবেন। এটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে মনে হবে একজন শিক্ষক পাশে বসে আপনাকে শেখাচ্ছেন। ভিডিও দেখুন, বই খুলুন, অনুশীলন করুন—আর নিজের গতিতে এগিয়ে যান। ইনশাআল্লাহ, এই সমন্বিত পদ্ধতিতে আপনি অল্প সময়েই শব্দে শব্দে অর্থ বুঝে কুরআন চর্চা করতে পারবেন। আপনার সুপ্ন পূরণের এই যাত্রায় আমরা আপনার সাথে আছি। এখানে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করলেই পেয়ে যাবেন আমাদের কোর্স লিংক, ইনশাআল্লাহ।



অনুগ্রহ করে
স্ক্যান করুন

দীর্ঘ গবেষণা ও পরীক্ষার ফসল

২০১৫ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ১০ বছরের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় অনলাইন ও অফলাইনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে সাজানো হয়েছে এই গ্রন্থটি। ৪৪টি লেসনে ইউনিক কালার কোডের মাধ্যমে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত ৫০০টি আয়াত শব্দে শব্দে শেখানো হয়েছে। আমরা কমবেশি সবাই করে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি। কিন্তু ভেবে দেখুন তো, কেমন হবে যদি আপনি যা পড়ছেন, তা সরাসরি আরবি থেকেই বুঝতে পারেন?

শেষ কথা

এই গ্রন্থটি লিখতে অনেকেই বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। রব্বুল আলামিন তাদেরকে উত্তম বিনিময় দিন। এই বইয়ের প্রতিটি লাইনে মিশে আছে আব্বা হাফেজ এহছান উল্লাহর সুপ্ন আর মায়ের শেষ রাতের দুআ। এই বই পড়ে একজন মানুষও যদি আরবি থেকেই শব্দে শব্দে কুরআন বুঝে পড়তে পারেন, আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন, তাহলেই আমাদের কষ্ট সার্থক হবে।

কুরআন একটি নির্ভুল গ্রন্থ। কুরআন নিয়ে লেখা এই গ্রন্থটিকে নির্ভুল করার আশ্রয় চেষ্টা চালানো হয়েছে। তারপরও কিছু ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। যেকোনো ধরনের ভুল কারও দৃষ্টিগোচর হলে নিচে দেওয়া ই-মেইলে জানানোর অনুরোধ করছি। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা শুধরে নেব, ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম বিনিময় দিন। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এই গ্রন্থটিকে আমার বাবা-মা ও সংশ্লিষ্ট সবার নাজাতের অসিলা করেন।

মুহাম্মাদ মুহসিন মাশকুর

mohsin.tve@iut-dhaka.edu



সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : কুরআনের সাথে হৃদয়ের আলিঙ্গন

পরিচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
০১	কুরআন বোঝার হাতেখড়ি	২৩
০২	কুরআনে যেভাবে আরবি শব্দ ও বাক্য গঠিত হয়	৩৩
০৩	হাতে-কলমে জেনে নিই আরবি ভাষার পদ প্রকরণ (Parts of Speech)	৩৯
০৪	কুরআনের ৮০ % বাক্যের কাঠামো শিখুন মাত্র ১৫টি ফর্মুলায়	৪৯
	প্রথম অধ্যায়ের কুইজ	৫৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : কুরআন উপলব্ধি করার জন্য সহজে আরবি ইসম শিখি (الْإِسْمُ)

পরিচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
০৫	কুরআনে বর্ণিত ৩ প্রকারের বচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা (আল-আদাদ - العدد) (Singular & Plural Number)	৬১
০৬	আরবি বহুবচনের ২টি ভিন্ন প্রকার : অটুট ও ভগ্ন বহুবচন	৭১
০৭	কুরআনে সবচেয়ে বেশিবার পুনরাবৃত্ত ১০টি শব্দ শিখে জেনে নিই কুরআনের ৩০ % শব্দ	৮১

পরিচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
০৮	সহজেই শনাক্ত করা শিখুন স্ত্রী ও পুরুষবাচক শব্দ (মুযাক্কার ও মুআল্লাস - Masculine & Feminine Gender)	৮৯
০৯	মাত্র ২টি সূত্রেই চিনুন আরবিতে নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট শব্দ (মারিফা ও নাকিরা)	১০৩
১০	৮৮৮ বার কুরআনে ব্যবহৃত ১০টি স্থানবাচক ও গুণবাচক গুরুত্বপূর্ণ শব্দ শিখি : আরবি উচ্চারণ, অর্থ ও প্রয়োগ-সহ	১১৩
১১	৩টি সূত্রে কুরআনে ব্যবহৃত ২৮টি সর্বনাম (صَيِّرُ - Pronoun) শিখি ধাপে ধাপে	১২১
১২	কুরআনের মাত্র ৬টি সহজ সর্বনাম শিখে আয়ত্ত করুন প্রায় ৫,০০০ বার পুনরাবৃত্ত শব্দ	১৩৩
১৩	কুরআন থেকে শিখি প্রদর্শক সর্বনাম (ইসমুল ইশারা - Demonstrative Pronoun) : এটা, সেটা, এই, ওই, এগুলো, সেগুলো	১৪১
১৪	আরবি সংযোজক সর্বনাম (আল-আসমাউল মাউসুলা - Relative Pronoun) : কে, কার, যার, কাকে, যাকে	১৪৯
	দ্বিতীয় অধ্যায়ের কুইজ	১৫৬

তৃতীয় অধ্যায় : সঠিক নিয়মে অব্যয় শিখে কুরআন বুঝি হাতে-কলমে (الْحَرْفُ)

পরিচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১৫	আরবি ভাষার অব্যয় (Preposition) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা	১৫৯
১৬	মাত্র ১১টি সম্বন্ধসূচক অব্যয় বা হুরুফুল জার (Preposition/حُرُوفُ الْجَرِّ) শিখে কুরআনে প্রায় ১০ হাজার বার পুনরাবৃত্ত শব্দ আয়ত্ত করুন	১৬৯
১৭	বাংলা সম্বন্ধ পদের ('র' এবং 'এর') ব্যবহার শিখি কুরআন থেকে : ইয়াফত - Possessive Case	১৭৭
১৮	হাতে-কলমে শিখি কুরআনে ব্যবহৃত ক্রিয়া বিশেষণ (আওসাফুল ফে'ল/হাল)	১৮৫

পরিচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১৯	৩টি সূত্রে অর্থ-সহ শিখি সংযোজক অব্যয় বা হুরুফুল আতফ : এবং, অথবা, অতঃপর, কিন্তু	১৯৩
২০	৪টি সূত্রে সহজে শিখি ১৫টি হুরুফুশ শর্ত - শর্তযুক্ত অব্যয় (Conditionals) : যদি-তাহলে, যখন-তখন	১৯৯
২১	গল্পকথায় শিখি আরবি আহ্বানসূচক অব্যয় - হুরুফুন নিদা (Interjections)	২০৭
২২	কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ১০টি কালবাচক শব্দ, যা ১০৫০ বারের বেশি ব্যবহৃত হয়েছে : আরবি, উচ্চারণ, অর্থ ও প্রয়োগ	২১৭
২৩	কুরআনে ২২৭৮ বার ব্যবহৃত ক্রিয়া নয়, তবে ক্রিয়ার মতো অর্থ প্রদানকারী ৬টি অব্যয়	২২৭
২৪	আরবি ভাষার কয়েকটি অজানা বিষয়, যা শিক্ষার্থীদের জানা উচিত	২৩৫
২৫	কুরআনে ৫ হাজার বারেরও বেশি পুনরাবৃত্ত ১১টি হ্যাঁ ও না-বোধক শব্দ শিখে জেনে নিই পুরো কুরআনের ৫ ভাগ শব্দ : আরবি, উচ্চারণ, অর্থ ও প্রয়োগ	২৪৩
	তৃতীয় অধ্যায়ের কুইজ	২৫১

চতুর্থ অধ্যায় : কুরআন অনুধাবন শুরু করি আরবি ক্রিয়া জেনে (الْفِعْلُ)

পরিচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
২৬	কুরআনের আরবি ক্রিয়ার হাতেখড়ি (ফে'ল - Verb)	২৫৫
২৭	নিজে নিজে ক্রিয়া তৈরি শিখি : ক্রিয়াপদের গঠনতন্ত্র ও শব্দ পরিবর্তন	২৬৩
২৮	৫টি সূত্রে শিখি অতীতকালীন ক্রিয়ার বিস্তারিত (ফে'লে মাযি)	২৭৭
২৯	আরবি, উচ্চারণ, অর্থ ও প্রয়োগ-সহ কুরআনে প্রায় ৩,৪০০ বার পুনরাবৃত্ত ২টি সহজ শব্দ শিখি	২৮৭
৩০	অতীতকালীন ক্রিয়ায় লুক্কায়িত সর্বনাম চিহ্নিতকরণ ও কুরআনে সর্বাধিক ব্যবহৃত ২০টি অতীতকালীন ক্রিয়ার উদাহরণ	২৯৫

পরিচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
৩১	ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার বিস্তারিত (আল-ফে'লুল মুযারি - Future Tense)	৩০৩
৩২	কুরআনে সর্বাধিক ব্যবহৃত ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ায় লুক্কায়িত সর্বনাম চিহ্নিতকরণ ও ২০টি উদাহরণ	৩১১
৩৩	১০টি উদাহরণের মাধ্যমে শিখি কুরআনের আদেশমূলক বাক্যে ক্রিয়ার রূপ : (আমর - Imperative)	৩১৯
৩৪	শব্দে শব্দে শিখি কুরআনের নিষেধসূচক ক্রিয়া (নাহি) এবং এর সহজ সিগাহ	৩২৭
৩৫	কুরআনের ক্রিয়াবাচক বাক্যে কর্তা, ক্রিয়া ও কর্মের বিন্যাস : (Order of Words in a Verbal Sentence)	৩৩৩
৩৬	কুরআনে সর্বাধিক ব্যবহৃত ক্রিয়াসমূহের সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত রূপান্তর (আস-সরফুস সগির এবং আস-সরফুল কাবির)	৩৪১
৩৭	কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ত্রিমূল-বিশিষ্ট ক্রিয়া - প্রথম ৩টি বাব শিখি (فَتَّخَ، نَصَرَ، سَعَى)	৩৪৯
৩৮	কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ত্রিমূল-বিশিষ্ট ক্রিয়া - শেষ ২টি বাব শিখি (ضَرَبَ-كَرَّمَ) শিখি।	৩৫৫
	চতুর্থ অধ্যায়ের কুইজ	৩৫৮

পঞ্চম অধ্যায় : সালাতে সর্বাধিক পঠিত ৬টি সূরা শিখি ও বুঝি

পরিচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
৩৯	সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু করি বিশুদ্ধ উপায়ে কুরআন শিক্ষা : সহিহ তিলাওয়াত, শব্দ বিশ্লেষণ, তাদাক্বর ও আমল	৩৬১
৪০	শব্দে শব্দে অর্থ-সহ সূরা ফিল শিখি : সহিহ তিলাওয়াত, উচ্চারণ ও শব্দে শব্দে অর্থ	৩৭৭

পরিচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
৪১	কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরা আল-কাউসার : সহিহ তিলাওয়াত, উচ্চারণ ও শব্দে শব্দে অর্থ	৩৮৭
৪২	ছোট তবে সবচেয়ে মাহাত্ম্যপূর্ণ সূরা ইখলাস : সহিহ তিলাওয়াত, উচ্চারণ ও শব্দে শব্দে অর্থ	৩৯৫
৪৩	শব্দে শব্দে অর্থ-সহ সূরা ফালাক শিখি : সহিহ তিলাওয়াত, উচ্চারণ এবং শব্দে শব্দে অর্থ ও এর আমল	৪০১
৪৪	শব্দে শব্দে অর্থ-সহ সূরা নাস শিখি : সহিহ তিলাওয়াত, উচ্চারণ এবং শব্দে শব্দে অর্থ ও এর আমল	৪১১
	পঞ্চম অধ্যায়ের কুইজ	৪১৭

উত্তরমালা, তাদাক্বুর ও গ্রন্থপঞ্জি

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
উত্তরমালা	৪১৯
কুরআন তাদাক্বুর ল্যাব-০১	৪২৫
কুরআন তাদাক্বুর ল্যাব-০২	৪২৭
কুরআন তাদাক্বুর ল্যাব-০৩	৪৩১
কুরআন তাদাক্বুর ল্যাব-০৪	৪৩৫
কুরআন তাদাক্বুর ল্যাব-০৫	৪৩৯
কুরআন তাদাক্বুর ল্যাব-০৬	৪৪৩
গ্রন্থপঞ্জি	৪৪৬



পরিচ্ছেদ ০৮

সহজেই শনাক্ত করা শিখুন স্ত্রী ও পুরুষবাচক শব্দ (মুযাক্কার ও মুআল্লাস - Masculine & Feminine Gender)



এই লেসনে যা যা শিখব

- ✓ গল্পকথায় পুরুষবাচক শব্দ ও স্ত্রীবাচক শব্দ পরিচিতি।
- ✓ পুরুষবাচক শব্দ ও স্ত্রীবাচক শব্দের ব্যবহারবিধি।
- ✓ আলিফে মাকসুরা ও আলিফে মামদুদার সংজ্ঞা এবং কুরআন থেকে উদাহরণ।
- ✓ পুরুষবাচক শব্দের (মুযাক্কার) সংজ্ঞা।
- ✓ স্ত্রীবাচক শব্দের (মুআল্লাস) সংজ্ঞা।
- ✓ বাংলা, ইংরেজি ও আরবি ভাষায় লিঙ্গের প্রকার।
- ✓ কুরআনে স্ত্রী ও পুরুষবাচক শব্দের (মুযাক্কার ও মুআল্লাস) ব্যবহার।
- ✓ স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দকে একবচন থেকে বহুবচনে রূপান্তরের সহজ নিয়ম।
- ✓ স্ত্রীলিঙ্গা শব্দ সহজেই শনাক্ত করা শিখুন।



গল্পে কথায় পুরুষবাচক শব্দ ও স্ত্রীবাচক শব্দ পরিচিতি

সাব্বির আর সারা প্রতিদিন ক্লাসের হোমওয়ার্ক করে। এর বাইরে তাদের বাবার দেওয়া হোমওয়ার্কও রেডি করে রাখে। সাজ্জাদ সাহেব বেশ গুরুত্ব দিয়ে ছেলেমেয়ের খাতাগুলো দেখেন। সব ঠিকঠাক থাকলে বিভিন্ন প্রশংসামূলক বাক্য লিখে তাদের উৎসাহ দেন।

সেদিন তিনি দুজনকে বললেন, ‘তোমরা দুজন সিলেবাসের বাইরে নিজের মতো করে নিজের দেশ সম্পর্কে আরবিতে একটা প্যাসেজ লেখো!’

সাব্বির আর সারা বেশ খুশিমনে বাবার দেওয়া হোমওয়ার্ক রেডি করল। সাজ্জাদ সাহেব তখন তাদের খাতা চেক করলেন। সাব্বিরের খাতায় লিখলেন, ‘আনতা লাবিবুন! (তুমি ইন্টেলিজেন্ট)’। সারার খাতায় লিখলেন, ‘আনতি লাবিবাহ (তুমি ইন্টেলিজেন্ট)’।

সাব্বির আর সারা বাবার এই প্রশংসাবাক্য বুঝতে পারল। সাব্বির ছেলে হওয়ায় তাকে তিনি আনতা লাবিবুন লিখেছেন। কেননা লাবিবুন শব্দটি মুযাক্কার বা পুরুষবাচক। আর সারা মেয়ে হওয়ায় তাকে লিখেছেন, আনতি লাবিবাহ। কেননা লাবিবাহ শব্দটি মুআল্লাস বা স্ত্রীবাচক।



পুরুষবাচক শব্দ ও স্ত্রীবাচক শব্দ ব্যবহারবিধি - মুযাক্কার ও মুআল্লাস (الْمَذْكُورُ وَالْمُؤَنَّثُ)

নিচের মুযাক্কার (পুরুষবাচক)-সংক্রান্ত আয়াতদুটি পড়ুন—

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ... (২১)

একজন মুমিন ক্রীতদাসও একজন মশরিকের
তুলনায় অনেক ভালো...।

[সূরা বাকারা, আয়াত : ২২১]

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ

এই সেই কিতাব; যাতে কোনো সন্দেহ নেই।

[সূরা বাকারা, আয়াত : ২]

নিচের মুআল্লাস-সংক্রান্ত আয়াতগুলো পড়ুন—

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي

وَازْكُعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ (২৩)

হে মারিয়াম! তোমার রবের
ইবাদত করো এবং রুকুকারীদের
সাথে সিজদা ও রুকু করো।

[সূরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৪৩]

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوسٰى اَنْ

اَرْضِعِيْهِ (৭)

আমি মুসার মাকে আদেশ
পাঠালাম, তাকে স্তন্য দান
করতে থাকো...

[সূরা কাসাস, আয়াত : ৭]

فَاِذَا جَاءَ اَجْلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ

سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِرُوْنَ (৩৪)

...এরপর নির্ধারিত সময়ে যখন
তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন
এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা
ত্বরান্বিত করতে পারবে না।

[সূরা আরাক্ফ, আয়াত : ৩৪]

নিচের আয়াতদুটি পড়ুন—

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ... ٦٩
মুসা বলল, তিনি বলেছেন, গাঢ়
পীতবর্ণের গাভি...
[সূরা বাকারা, আয়াত : ৬৯]

لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ٢٣
এটা এজন্য যে, আমি আমার বিরাট
নিদর্শনাবলির কিছু তোমাকে দেখাই।
[সূরা ত-হা, আয়াত : ২৩]

নিচের মুআল্লাস মাজাযি (রূপক স্ত্রীবাচক)-সংক্রান্ত আয়াতদুটি পড়ুন—

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا
نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١
আর যখন তাদেরকে বলা হয়, পৃথিবীতে
দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি কোরো না, তখন তারা বলে,
আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি।
[সূরা বাকারা, আয়াত : ১১]

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٣٨
সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা
পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ।
[সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ৩৮]



আলিফে মাকসুরা ও আলিফে মামদুদার সংজ্ঞা এবং কুরআন থেকে উদাহরণ

আলিফে মাকসুরার সংজ্ঞা :

আলিফে মাকসুরা অর্থ—ছোট আকৃতির আলিফ। কোনো শব্দের শেষ অক্ষর ي এবং তার পূর্বের অক্ষরে যবর থাকলে ي এর নুস্তা ও হরকত উঠে যায় এবং উচ্চারণ মাদের আলিফের মতো হয়। এই ي কে আলিফে মাকসুরা বলে। যেমন :

مُوسَى

عِيسَى



কুরআন থেকে আলিফে মাকসুরার উদাহরণ

কুরআনে কতবার এসেছে	আলোচ্য শব্দ	অর্থ	আয়াত
৩৪টি সুরায় ১৩৭ বার	مُوسَى	আর আল্লাহ মুসার সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন। [সূরা নিসা, আয়াত : ১৬৪]	وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ١٦



আলিফে মামদুদার সংজ্ঞা

আলিফে মামদুদা অর্থ—বড় আকৃতির আলিফ। একে টেনে পড়তে হয়। যে আলিফের পর একই শব্দে হামযা হয় এবং চার আলিফ টেনে পড়তে হয়, তাকে আলিফে মামদুদা বলে। যেমন :

يَيْضَاءُ

صَفْرَاءُ



কুরআন থেকে আলিফে মামদুদার উদাহরণ

কুরআনে কতবার এসেছে	আলোচ্য শব্দ	অর্থ	আয়াত
৬ বার	يَيْضَاءُ	শুভ্র-উজ্জ্বল, যা পানকারীদের জন্য হবে সুস্বাদু। [সূরা সফফাত, আয়াত : ৪৬]	يَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾



পুরুষবাচক শব্দের (মুযাক্কার) সংজ্ঞা

যে শব্দ পুরুষ বোঝায় কিংবা যে শব্দ গোল তা (ة), আলিফে মাকসুরা (أَلِفٌ مَّقْصُورَةٌ) কিংবা আলিফে মামদুদা (أَلِفٌ مَمْدُودَةٌ) থেকে মুক্ত থাকে, তাকে মুযাক্কার (مُذَكَّرٌ) বলে।



পুরুষবাচক শব্দের (মুযাক্কার) ব্যাখ্যা

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ... (২২১)

...আর একজন ঈমানদার দাস একজন মুশরিকের
চাইতে উত্তম। [সূরা বাকার, আয়াত : ২২১]

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

এই সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই; এটি
মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াত। [সূরা বাকার, আয়াত : ২]

এখানে প্রথম আয়াতে عَبْدٌ শব্দটির অর্থ একজন দাস, এটি একজন পুরুষকে বোঝাচ্ছে। যে সকল শব্দ পুরুষকে বোঝায়, সেগুলোকে মুযাক্কার (مُذَكَّرٌ) বলে। আবার দ্বিতীয় আয়াতে الْكِتَابُ শব্দটি পুরুষ বোঝায়

না। তবে এটির শেষে গোল তা (ة), আলিফে মাকসুরা (أَيْ مَقْصُورَةً) কিংবা আলিফে মামদুদা (أَيْ مَمْدُودَةً) নেই। তাই এটিও মুযাক্কার (مُزَكَّاة)।

মোটকথা, যে সকল শব্দ পুরুষ বোঝায় কিংবা যেগুলোর শেষে গোল তা (ة), আলিফে মাকসুরা কিংবা আলিফে মামদুদা থাকে না, সেগুলো মুযাক্কার বা পুরুষবাচক শব্দ।



স্ত্রীবাচক শব্দের (মুআন্নাস) সংজ্ঞা

যে শব্দ স্ত্রীলোক বোঝায় কিংবা যে শব্দ গোল তা (ة), আলিফে মাকসুরা (أَيْ مَقْصُورَةً) কিংবা আলিফে মামদুদা (أَيْ مَمْدُودَةً) যুক্ত থাকে, তাকে মুআন্নাস (مُؤَنَّسَة) বলে।



স্ত্রীবাচক শব্দের (মুআন্নাস) ব্যাখ্যা

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

হে মারইয়াম! তোমার রবের ইবাদত করো এবং সিজদা করো। আর বুকুকারীদের সাথে বুকু করো। [সূরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৪৩]

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴿٧﴾

আর আমরা মুসার মায়ের প্রতি ইলহাম করেছিলাম যে, তাকে দুধ পান করাও। [সূরা কাসাস, আয়াত : ৭]

আয়াত দুটিতে দেখুন, مَرْيَمُ ও أُمِّ শব্দদুটি স্ত্রীলোক বোঝাচ্ছে। যে সকল শব্দ স্ত্রীলোক বোঝায়, সেগুলোকে মুআন্নাস (مُؤَنَّسَة) বলে।

আবার দেখুন—

...فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴿٣٤﴾

এরপর যখন তাদের নির্ধারিত সময় এসে যায়, তখন তারা এক মুহূর্তও পেছাতে পারে না এবং এগিয়ে আনতেও পারে না। [সূরা আরাফ, আয়াত : ৩৪]

এই আয়াতে سَاعَةً স্ত্রীলোক না বোঝালেও এর শেষে গোল তা (ة) আছে। যে সকল শব্দের শেষে গোল তা (ة) আছে, সেগুলোকেও মুআন্নাস (مُؤَنَّسَة) বলে।

আবার দেখুন—

... قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ ①৭

মুসা বললেন, আল্লাহ বলেছেন, এটি একটি
হলুদ গাভি... [সূরা বাকারা, আয়াত : ৬৯]

لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ②৩

যাতে আমি তোমাকে আমার মহান নিদর্শনসমূহ
দেখাই। [সূরা ত-হা, আয়াত : ২৩]

ওপরের ১ম আয়াতে **صَفْرَاءُ** শব্দটি স্ত্রীলোক বোঝাচ্ছে না ঠিকই, তবে এর শেষে আলিফে মামদুদা (أَلِفٌ مَمْدُودَةٌ) আছে। দ্বিতীয় আয়াতে **الْكُبْرَى** শব্দটি স্ত্রীলোক বোঝাচ্ছে না ঠিকই, তবে এর শেষে আলিফে মাকসুরা (أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ) আছে। যে সকল শব্দের শেষে আলিফে মামদুদা ও আলিফে মাকসুরা আছে, সেগুলোকেও মুআন্নাস বলে।



স্ত্রীবাচক শব্দের (মুআন্নাস) আলামত

মনে রাখবেন, যে সকল শব্দের শেষে গোল তা (ة), আলিফে মাকসুরা (أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ) কিংবা আলিফে মামদুদা (أَلِفٌ مَمْدُودَةٌ) আছে, সেগুলোকে মুআন্নাস (مُوَأَنَّسٌ) বা স্ত্রীবাচক শব্দ বলে। তাই এটা বোঝা যাচ্ছে, গোল তা, আলিফে মাকসুরা কিংবা আলিফে মামদুদা হলো মুআন্নাস বা স্ত্রীবাচক শব্দের আলামত বা চিহ্ন।



রূপক স্ত্রীবাচক শব্দ বা মুআন্নাসে মাজারির সংজ্ঞা

যে শব্দের শেষে মুআন্নাসের কোনো আলামত নেই এবং সেটি স্ত্রীলোকও বোঝায় না, অথচ মুআন্নাস রূপে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে মুআন্নাসে মাজারি (مُوَأَنَّسٌ مَجَازِيٌّ) বা রূপক মুআন্নাস বলে।



রূপক স্ত্রীবাচক শব্দ বা মুআন্নাস মাজারির ব্যাখ্যা

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ①১

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ করো না, তারা বলে,
আমরা তো কেবল সংশোধনকারী। [সূরা বাকারা, আয়াত : ১১]

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾

আর সূর্য নিজ নির্দিষ্ট স্থানে চলমান। এটা পরাক্রমশালী,
সর্বজ্ঞ আল্লাহর নির্ধারণ। [সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ৩৮]

এবার ওপরের আয়াত দুটিতে দেখুন, الْأَرْضُ ও الشَّمْسُ শব্দদুটি স্ত্রীলোক বোঝায় না। আবার এর শেষে গোল তা (ة), আলিফে মাকসুরা (أَلِفٌ مَّقْصُورَةٌ) বা আলিফে মামদুদা (أَلِفٌ مَمْدُودَةٌ) নেই, অথচ আরবি ভাষায় এগুলো মুআন্নাস (مُؤَنَّسٌ) বা স্ত্রীবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের শব্দকে মুআন্নাসে মাজাযি (مَجَازِيٌّ مُؤَنَّسٌ) বা রূপক মুআন্নাস বলে।



বাংলা, ইংরেজি ও আরবি ভাষায় লিঙ্গের প্রকার

বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লিঙ্গ ৩ প্রকার—

- ✿ পুংলিঙ্গ (Masculine Gender)
- ✿ স্ত্রীলিঙ্গ (Feminine Gender)
- ✿ ক্লীব লিঙ্গ (Neuter Gender)

কিন্তু আরবি ভাষায় লিঙ্গ ২ প্রকার—

- ✿ পুংলিঙ্গ (Masculine Gender/مَذَكَّرٌ)
- ✿ স্ত্রীলিঙ্গ (Feminine Gender/مُؤَنَّسٌ)

আরবি ভাষায় ক্লীব লিঙ্গ বলে কিছু নেই, তবে মুআন্নাসে মাজাযি (مَجَازِيٌّ مُؤَنَّسٌ) বা রূপক মুআন্নাস নামে একধরনের রূপক স্ত্রীবাচক শব্দ রয়েছে।



কুরআনে স্ত্রী ও পুরুষবাচক শব্দের (মুযাক্কার ও মুআন্নাস) ব্যবহার

সূরা আহযাবের ৩৫ নম্বর আয়াতে ব্যবহৃত পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দসমূহ :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

অবশ্যই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত

নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও সিয়ামপালনকারী নারী। যোনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যোনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী—এদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। [সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৫]



কুরআনে স্ত্রী ও পুরুষবাচক শব্দের (মুযাক্কার ও মুআল্লাস) ব্যবহার

বাংলা শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ	পুরুষবাচক শব্দ
মুসলিম	مُسْلِمَةٌ	مُسْلِمٌ
মুমিন	مُؤْمِنَةٌ	مُؤْمِنٌ
অনুগত	قَانِتَةٌ	قَانِتٌ
সত্যবাদী	صَادِقَةٌ	صَادِقٌ
ধৈর্যশীল	صَابِرَةٌ	صَابِرٌ
বিনয়াবনত	خَاشِعَةٌ	خَاشِعٌ
দানশীল	مُتَصَدِّقَةٌ	مُتَصَدِّقٌ
হিফাজতকারী	حَافِظَةٌ	حَافِظٌ
স্মরণকারী	ذَاكِرَةٌ	ذَاكِرٌ



কুরআনে স্ত্রী, পুরুষবাচক ও রূপক স্ত্রীবাচক শব্দের (মুযাক্কার, মুআল্লাস ও মুআল্লাসে মাজাযি) ব্যবহার

স্ত্রী ও পুরুষবাচক শব্দ (মুযাক্কার ও মুআল্লাস)	আলোচ্য শব্দ	রেফারেন্স	অর্থ	আয়াত	ক্রম
পুরুষবাচক শব্দ বা মুযাক্কার	مَالِكٍ	সূরা ফাতিহা, আয়াত : ৪	বিচারের দিনের মালিক।	مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ	১
স্ত্রীবাচক শব্দ বা মুআল্লাস	خَلِيفَةً	সূরা বাকারা, আয়াত : ৩০	আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।	إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً	২

স্ত্রী ও পুরুষবাচক শব্দ (মুযাক্কার ও মুআল্লাস)	আলোচ্য শব্দ	রেফারেন্স	অর্থ	আয়াত	ক্রম
স্ত্রীবাচক শব্দ বা মুআল্লাস	مَرْيَمَ	সুরা মারইয়াম, আয়াত : ১৬	এবং কিতাবে মারইয়ামের উল্লেখ করুন	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ	৩
স্ত্রীবাচক শব্দ বা মুআল্লাস	شَجَرَةً	সুরা সফফাত, আয়াত : ৬৪	নিশ্চয়ই এটি একটি গাছ	إِنَّهَا شَجَرَةٌ	৪
স্ত্রীবাচক শব্দ বা মুআল্লাস	كَلِمَةً	সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১০০	নিশ্চয় এটি একটি বাক্য	إِنَّهَا كَلِمَةٌ	৫
স্ত্রীবাচক শব্দ বা মুআল্লাস	حَيَّةً	সুরা ত-হা, আয়াত : ২০	এটি একটি সাপ	هِيَ حَيَّةٌ	৬
মুআল্লাসে মাজাযি বা রূপক মুআল্লাস	جَهَنَّمَ	সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ৬৩	এটি জাহান্নাম	هَذِهِ جَهَنَّمَ	৭
মুআল্লাসে মাজাযি বা রূপক মুআল্লাস	سَبِيلِي	সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১০৮	এটি আমার পথ	هَذِهِ سَبِيلِي	৮
মুআল্লাসে মাজাযি বা রূপক মুআল্লাস	النَّارُ	সুরা তুর, আয়াত : ১৪	এটি আগুন	هَذِهِ النَّارُ	৯
স্ত্রীবাচক শব্দ বা মুআল্লাস	نِعْمَةً	সুরা শূআরা, আয়াত : ২২	আর এটি একটি অনুগ্রহ	وَتِلْكَ نِعْمَةٌ	১০



স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকে একবচন থেকে বহুবচনে রূপান্তরের সহজ নিয়ম

অটুট স্ত্রীবাচক মুফরাদের শেষে আলিফ ও তা (اِ) যোগ করে সহজেই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকে একবচন থেকে বহুবচনে রূপান্তর করা যায়।

এর উদাহরণ দেখুন সূরা আহযাবের ৩৫ নম্বর আয়াতে—

বাংলা শব্দ	স্ত্রীবাচক একবচন শব্দ	অটুট মুফরাদের শেষে আলিফ ও তা (اِ) যোগ করে তৈরিকৃত স্ত্রীবাচক বহুবচন শব্দ
মুসলিমা	مُسْلِمَةٌ	مُسْلِمَاتٌ
মুমিনা	مُؤْمِنَةٌ	مُؤْمِنَاتٌ
অনুগতা	قَانِتَةٌ	قَانِتَاتٌ
সত্যবাদিনী	صَادِقَةٌ	صَادِقَاتٌ
ধৈর্যশীলা	صَابِرَةٌ	صَابِرَاتٌ
বিনয়াবনতা	خَاشِعَةٌ	خَاشِعَاتٌ
দানশীলা	مُتَصَدِّقَةٌ	مُتَصَدِّقَاتٌ
সিয়াম পালনকারীণী	صَائِمَةٌ	صَائِمَاتٌ
হিফাজতকারীণী	حَافِظَةٌ	حَافِظَاتٌ
স্মরণকারীণী	ذَاكِرَةٌ	ذَاكِرَاتٌ



স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সহজেই শনাক্ত করা শিখুন

গোল তা (ة), আলিফে মাকসুরা (أَلِفٌ مَّقْصُورَةٌ) ও আলিফে মামদুদা (أَلِفٌ مَمْدُودَةٌ)—এই তিনটি হলো মুআন্নাস (مُؤَنَّسٌ) বা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ চেনার আলামত বা চিহ্ন।

স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ চেনার উপায়সমূহ—

১. শব্দের শেষে গোল তা (ة) (তা মারবুতা) থাকা

গোল তা (ة)-কে আরবিতে তা মারবুতা আর লম্বা তা (ت)-কে আরবিতে তা মাফতুহা বলে।

একটি বাগান	جَنَّةٌ	নারী	إِمْرَأَةٌ
একটি সাপ	حَيَّةٌ	একটি আয়াত	آيَةٌ

২. শরীরের জোড়া অঙ্গ

একটি চোখ	عَيْنٌ	একটি হাত	يَدٌ
একটি কান	أُذُنٌ	একটি পা	قَدَمٌ

৩. মহিলা বোঝায় এমন শব্দ

খালা	خَالَهٌ	মা	أُمٌ
ফুপু	عَمَّةٌ	বোন	أُخْتُ

৪. কিছু বিশেষ বস্তু (সাধারণত এগুলো হয় এমন জিনিস, যা কোনো কিছু ধারণ করে)

আকাশ	سَّمَاءٌ	সূর্য	شَمْسٌ
জাহান্নাম	جَهَنَّمُ	পথ	سَبِيلٌ
বাড়ি	دَارٌ	অন্তর	نَفْسٌ
আগুন	نَارٌ	লাঠি	عَصَا



কুইজ

১। স্ত্রীবাচক শব্দের (মুআম্মাস) আলামত কয়টি?

- ক ৩টি খ ২টি গ ৪টি ঘ ৫টি

২। স্ত্রীবাচক শব্দের (মুআম্মাস) আলামত কী কী?

- ক গোল তা (ঃ)
খ আলিফে মাকসুরা (أَلِفٌ مَّقْصُورَةٌ)
গ আলিফে মামদুদা (أَلِفٌ مَمْدُودَةٌ)
ঘ ওপরের সবগুলো

৩। মুআম্মাসে মাজাযি (مُؤَنَّثٌ مَجَازِي) কী?

- ক আসল মুআম্মাস
খ নকল মুআম্মাস
গ রূপক মুআম্মাস
ঘ ওপরের কোনোটিই নয়



এই পরিচ্ছেদের ভিডিও লেকচারটি দেখতে
QR কোডটি স্ক্যান করুন



পরিচ্ছেদ ১১

৩টি সূত্রে কুরআনে ব্যবহৃত ২৮টি সর্বনাম (ضَمِيرٌ - Pronoun) শিখি ধাপে ধাপে

[আমরা দেশীয় কিংবা বিদেশি (বাংলা, ইংরেজি ও আরবি) কোনো গ্রন্থেই এভাবে কুরআনিক উদাহরণ-সহ ২৮টি সর্বনামের ব্যবহার পাইনি। সম্ভবত এটাই প্রথম গ্রন্থ, যেটাতে ২৮টি সর্বনামের কুরআনিক উদাহরণ-সহ Scientifically আলোচনা করা হয়েছে।]



এই লেসনে যা যা শিখব

- ✓ গল্পকথায় সর্বনাম/ضَمِيرٌ/Pronoun পরিচিতি।
- ✓ সর্বনাম/ضَمِيرٌ/Pronoun-এর ব্যবহারবিধি।
- ✓ সর্বনাম/ضَمِيرٌ/Pronoun-এর সংজ্ঞা।
- ✓ সর্বনাম ২ প্রকার : মুক্ত সর্বনাম ও যুক্ত সর্বনাম।
- ✓ ৩টি সূত্রে ২৮টি সর্বনাম শিখুন।
- ✓ ۞ এবং ۞ ব্যবহারের পার্থক্য।
- ✓ কুরআনে সর্বনাম/ضَمِيرٌ/Pronoun-এর ব্যবহার।
- ✓ এককভাবে এবং অন্য শব্দের শেষে যুক্তভাবে ضَمِيرٌ-এর অনুশীলন।
- ✓ مُسَلِّم শব্দটির সাথে যুক্ত করে ১৪টি সর্বনামের অনুশীলন (মুক্ত সর্বনাম)।
- ✓ ۞ শব্দটির সাথে যুক্ত করে ১৪টি সর্বনামের অনুশীলন (যুক্ত সর্বনাম)।



গল্পকথায় সর্বনাম/ضَمِير/Pronoun পরিচিতি

প্রচণ্ড গরম পড়েছে। মাদরাসা থেকে ক্লাস শেষ করে সাব্বির বাসায় এলো। সারা তখন কোচিংয়ে। তাকে না পেয়ে জারাকে দেখে বলল, ‘জারা, ভাইয়াকে একটু ঠান্ডা পানি এনে দাও তো!’

জারা বাধ্য মেয়ের মতো ভাইয়ার আদেশ পালনে ছুটল। ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা পানি এনে দিল তার হাতে। সাব্বির বোনের এই ভালোবাসা দেখে তাকে ধন্যবাদ জানাল, ‘জাযাকিল্লাহ, জারা!’

এই শব্দটির সাথে জারা বেশ পরিচিত। বাবা বিভিন্ন কাজে ভাইয়াকে প্রায়ই এটা বলে। তখনই ও এর অর্থ জেনে নিয়েছে। কিন্তু বাবা তখন জাযাকিল্লাহ বলে।

ভাইয়ার কাছে বিষয়টা জানতে চাইল জারা। জিজ্ঞেস করতেই সাব্বির উত্তর দিল, ‘এটা সর্বনাম তথা যমির বা Pronoun-এর ভিন্নতা। তাই মেয়েদের বেলায় জাযাকিল্লাহ আর ছেলেদের বেলায় জাযাকিল্লাহ। যেমন : ইংরেজি He হলে জাযাকিল্লাহ আর She হলে জাযাকিল্লাহ!’



সর্বনাম/ضَمِير/Pronoun ব্যবহারবিধি

বলুন, তিনি আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। [সূরা ইখলাস, আয়াত : ১]	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ①
তার গলায় থাকবে খেজুর পাতার পাকানো রশি। [সূরা লাহাব, আয়াত : ৫]	فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ②
আর তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও, আমি যাঁর ইবাদত করি। [সূরা কাক্বরুন, আয়াত : ৩]	وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ③



সর্বনাম/ضَمِير/Pronoun এর সংজ্ঞা

اِسْمُ-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত কালিমাই ضَمِير। বাংলায় যা সর্বনাম, ইংরেজিতে যা Pronoun; আরবিতে তা-ই ضَمِير যমির।

اِسْمُ-কে تَائِبُ الْاِسْمِ বা اِسْمُ-এর স্থলাভিষিক্তও বলা যায়।

যেমন :

He, সে, هُوَ

They, তারা, هُمْ



সর্বনাম/ضَمِير/Pronoun-এর ব্যাখ্যা

① قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

বলুন, তিনি আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়।

[সূরা ইখলাস, আয়াত : ১]

⑤ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

তার গলায় থাকবে খেজুর পাতার পাকানো রশি।

[সূরা লাহাব, আয়াত : ৫]

③ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

আর তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও, আমি যাঁর ইবাদত করি।

[সূরা কাফিরুন, আয়াত : ৩]

এখানে ھُوَ শব্দটির অর্থ তিনি। ھُ শব্দটির অর্থ তার। আবার أَنْتُمْ শব্দটির অর্থ হলো তোমরা। আরবিতে এগুলোকে ضَمِير (সর্বনাম/Pronoun) বলে।



২ প্রকারের সর্বনাম

আরবি ভাষায় সর্বনাম ২ প্রকার :

- ① মুক্ত সর্বনাম। শব্দের সাথে যুক্ত না হয়ে মুক্ত অবস্থায় বসে। এগুলোকে মুক্ত সর্বনাম (Detached Pronoun) বা যমির মুনফাসিল (ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ) বলে। যেমন : هُمْ مُسْلِمُونَ - তারা মুসলিম।
- ② যুক্ত সর্বনাম। এগুলো ইসম, ফে'ল বা ক্রিয়ার সাথে যুক্ত অবস্থায় বসে। এগুলোকে যুক্ত সর্বনাম (Attached Pronoun) বা যমির মুত্তাসিল (ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ) বলে। যেমন : كُنَّا لَهُمْ - তাদের বই।

১ম প্রকার সর্বনাম

মুক্ত সর্বনাম (Detached Pronoun) বা যমির মুনফাসিল (ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ) মোট ১৪টি :

	একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন
(মারফু – Subjective)	সে একজন পুরুষ	هُمْ	هُمَا	هُوَ
	সে একজন নারী	هِنَّ	هُمَا	هِيَ

	একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন
(মারফু – Subjective)	তুমি একজন পুরুষ	أَنْتُمْ	أَنْتُمَا	أَنْتَ
	তুমি একজন নারী	أَنْتُنَّ	أَنْتُمَا	أَنْتِ
	আমি একজন পুরুষ/নারী	نَحْنُ		أَنَا

২য় প্রকার সর্বনাম

যুক্ত সর্বনাম (Attached Pronoun) বা যমির মুত্তাসিল (صَبِيْرٌ مُّتَّصِلٌ) মোট ১৪টি :

	একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন
(মানসুব/মাজরুর – Objective)	তাকে/তার (পুরুষ)	هُمُ	هُمَا	هُ
	তাকে/তার (নারী)	هُنَّ	هُمَا	هَا
	তোমাকে/তোমার (পুরুষ)	كُمُ	كُمَا	كَ
	তোমাকে/তোমার (নারী)	كُنَّ	كُمَا	كِ
	আমাকে/আমার (পুরুষ/নারী)	نَا		يَ/يَ/نِي



৩টি সূত্রে ২৮টি সর্বনাম শিখুন

১ম সূত্র : Third Person - নাম পুরুষ

একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন	সর্বনামের ধরন
সে একজন পুরুষ	هُمُ	هُمَا	هُوَ	মারফু (Subjective)
সে একজন নারী	هُنَّ	هُمَا	هِيَ	
তাকে/তার (পুরুষ)	هُمُ	هُمَا	هُ	মানসুব (Objective)
তাকে/তার (নারী)	هُنَّ	هُمَا	هَا	



পরিচ্ছেদ : ১২

কুরআনের মাত্র ৬টি সহজ সর্বনাম
শিখে আয়ত্ত করুন প্রায় ৫,০০০ বার
পুনরাবৃত্ত শব্দ



এই লেসনে যা যা শিখব

✓ কুরআনে সবচেয়ে বেশিবার পুনরাবৃত্ত ৬টি সর্বনাম।



কুরআনে কতগুলো শব্দ আছে?

কুরআনের মোট শব্দসংখ্যা : প্রাচীন ও আধুনিক মতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

কুরআনুল কারিমের মোট শব্দসংখ্যা নিয়ে স্কলারদের গবেষণায় সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। এর মূল কারণ গণনার ভুল নয়, বরং "শব্দ" (কালিমা) বলতে ঠিক কী বোঝানো হবে—তার সংজ্ঞাগত পার্থক্য। প্রাচীন স্কলারদের বিশ্লেষণ থেকে আধুনিক ডিজিটাল পর্যালোচনা পর্যন্ত প্রধান চারটি মত পাওয়া যায়।

প্রথম মত : ইমাম জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি রাহিমাহুল্লাহ

নবম-দশম হিজরি শতাব্দীর বিশিষ্ট মুফাসসির ও ইসলামি পণ্ডিত ইমাম জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন-এ কুরআনের আয়াত, শব্দ ও হরফসংখ্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি ঊনবিংশ অধ্যায়ে উল্লেখ করেন—

عَدَدُ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ سَبْعَةٌ وَسَبْعُونَ أَلْفًا وَتِسْعٌ مِائَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ كَلِمَةً

অর্থাৎ, কুরআনের মোট শব্দসংখ্যা সাতাত্তর হাজার চারশত ঊনচল্লিশ (৭৭,৪৩৯)। ইসলামি ঐতিহ্যে এটিই সর্বাধিক উদ্ভূত ও প্রসিদ্ধ মত। [আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন, জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৮, বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৯৭৮]

দ্বিতীয় মত : Quranic Arabic Corpus (University of Leeds)

ডিজিটাল যুগে কুরআনের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান Quranic Arabic Corpus (University of Leeds, U.K.) তাদের প্রামাণ্য গবেষণায় কুরআনের মোট শব্দসংখ্যা ৭৭,৪৩০ নির্ধারণ করেছে। এই প্রকল্পে প্রতিটি শব্দের Morphological (রূপগত) ও Syntactic (বাক্যগত) বিশ্লেষণসহ কুরআনের পূর্ণ ভাষাগত কাঠামো উপস্থাপন করা হয়েছে। [Quranic Arabic Corpus, University of Leeds. Available at: <https://corpus.quran.com>]

তৃতীয় মত : মুকাত্তাতসহ গণনা (আতা ইবন ইয়াসার)

ইমাম বদরুদ্দিন আয-যারকাশি তাঁর আল-বুরহান ফী উলুমিল কুরআন-এ আল-ফুদাইল ইবন শাযান-এর সূত্রে আতা ইবন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, কুরআনের শব্দসংখ্যা সাতাত্তর হাজার চারশত সাঁইত্রিশ (৭৭,৪৩৭)। এই সামান্য পার্থক্যের কারণ মূলত একটাই—সূরার শুরুর হুরূফে মুকাত্তাতকে (যেমন (الْم. حَم)) "কালিমা" হিসেবে গণনা করা হয়েছে কি না। [আল-বুরহান ফী উলুমিল কুরআন, বদরুদ্দিন আয-যারকাশি, খণ্ড : ১]

চতুর্থ মত : ভিন্ন রিওয়াযাত

কোনো কোনো বর্ণনায় কুরআনের শব্দসংখ্যা সাতাত্তর হাজার নয়শত চৌত্রিশ (৭৭,৯৩৪) উল্লেখ করা হয়েছে। এটি গণনাপদ্ধতির ভিন্নতার কারণে সৃষ্ট একটি সূত্র মত।

উপরিউক্ত চারটি মত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কুরআনের মোট শব্দসংখ্যা প্রায় ৭৭,৮০০ থেকে ৭৭,৯০০-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। পার্থক্যটি মূলত নির্ভর করে—

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ-এর গণনা অন্তর্ভুক্তকরণ বা বর্জন,
- সংযুক্ত হরফ (و, ى, ى, ইত্যাদি) ও বিযুক্ত শব্দ গণনার ধরন এবং
- বিভিন্ন তিলাওয়াত রীতি (Qira'at)-এর পার্থক্যের ওপর।

তবে ইসলামি ঐতিহ্যে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত মত হিসেবে ইমাম আস-সুয়ুতির উল্লেখিত সংখ্যা ৭৭,৮৩৯-ই সর্বাধিক উদ্ভূত।

তাহলে কুরআনে মোট কত শব্দ আছে? সংক্ষিপ্ত উত্তর : ৭৭,০০০-৭৮,০০০-এর মধ্যে; সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংখ্যা ৭৭,৮৩৯। আর পুনরাবৃত্তি ছাড়া মৌলিক ধাতুমূল প্রায় ১,৬৮৫টি (লিডস কর্পাস অনুযায়ী)।

এই সংখ্যাগত সামান্য পার্থক্য কুরআনের পবিত্রতা বা অলৌকিকত্বে কোনোভাবেই প্রভাব ফেলে না; বরং এটি আরবি ভাষার ঐশ্বর্য এবং কুরআনি গবেষণার বহুমাত্রিকতার প্রমাণ। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন—‘কুরআনকে আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশগ্রহণের জন্য। অতএব আছে কি কোনো উপদেশগ্রহণকারী?’ [সূরা কুমার, আয়াত : ১৭]

কুরআনের শব্দ গণনা করা জরুরি নয়—জরুরি হলো এর অর্থ বুঝে আমল করা। তবে এই ধরনের গবেষণা আমাদের কুরআনের ভাষাগত সৌন্দর্য ও জটিলতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।



মাত্র ৬টি সর্বনাম শিখেই আমরা জেনে যাব কুরআনের ৫০০০ শব্দ

কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যা ৭৭,৮৩৯টি। এই লেসনে আমরা আয়াতের উদাহরণ-সহ শিখব কুরআনে বারবার পুনরাবৃত্তি ৬টি সর্বনাম। এগুলো কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ৫০০০ বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

কুরআনে বারবার পুনরাবৃত্তি মাত্র ৬টি সর্বনাম শিখেই আমরা এই লেসনে শিখতে পারব পুরো কুরআনের শব্দভান্ডারের প্রায় ৭ ভাগ, ইনশাআল্লাহ!



সর্বনাম/ضَمِير/Pronoun এর সংজ্ঞা

اسْمُ-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত কালিমাই ضَمِيرٌ। বাংলায় যা সর্বনাম, ইংরেজিতে যা Pronoun; আরবিতে তা-ই ضَمِيرٌ (যমির)। ضَمِيرٌ কে تَائِبُ الْإِسْمِ বা اسْمُ-এর স্থলাভিষিক্তও বলা যায়।

যেমন :

He, সে, هُوَ

They, তারা, هُمْ



২ প্রকারের সর্বনাম

আরবি ভাষায় সর্বনাম ২ প্রকার :

- ১) মুক্ত সর্বনাম। এগুলো অন্য শব্দ থেকে আলাদা বা মুক্ত অবস্থায় থাকে। এগুলোকে মুক্ত সর্বনাম (Detached Pronoun) বা যমির মুনফাসিল (ضَيِّرُ مُنْفَصِلٍ) বলে। যেমন : هُمْ, তারা, They
- ২) যুক্ত সর্বনাম। এগুলো অন্য শব্দের সাথে এক সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে। এগুলোকে যুক্ত সর্বনাম (Attached Pronoun) বা যমির মুত্তাসিল (ضَيِّرُ مُتَّصِلٍ) বলে। যেমন : كِتَابُهُمْ—তাদের বই, Their Book



কুরআনে সবচেয়ে বেশিবার পুনরাবৃত্ত সর্বনাম

১ম সর্বনাম

উচ্চারণ	বাংলা অর্থ	আরবি শব্দ
হুম	তারা, যারা, তাদেরকে, যাদেরকে, তাদের, যাদের	هُمْ
কুরআনে এসেছে মোট ৩৭৩৮ বার।		
কুরআন থেকে উদাহরণ		
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾		
যারা তাদের সালাতের ব্যাপারে উদাসীন।		
সূরা মাউন, আয়াত : ৫		

২য় সর্বনাম

উচ্চারণ	বাংলা অর্থ	আরবি শব্দ
আনতুম/কুম	তোমরা/তোমাদের/ তোমাদেরকে	أَنْتُمْ/كُمْ
কুরআনে এসেছে মোট ৫৪৫ বার।		
কুরআন থেকে উদাহরণ		
فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾		
অতএব তোমরা জেনেশুনে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।		
সূরা বাকারা, আয়াত : ২২		



পরিচ্ছেদ ১৩

কুরআন থেকে শিখি প্রদর্শক সর্বনাম (ইসমুল
ইশারা - Demonstrative Pronoun) : এটা,
সেটা, এই, ওই, এগুলো, সেগুলো



এই লেসনে যা যা শিখব

- ✓ গল্পকথায় ইসমুল ইশারা বা প্রদর্শক সর্বনাম পরিচিতি।
- ✓ ইসমুল ইশারা বা প্রদর্শক সর্বনাম ব্যবহারবিধি।
- ✓ ইসমুল ইশারার সংজ্ঞা।
- ✓ ইসমুল ইশারার ব্যাখ্যা।
- ✓ কুরআনে ১ হাজার ৬ বার ব্যবহৃত ১২টি ইসমুল ইশারা বা প্রদর্শক সর্বনাম।
- ✓ কুরআনে ইসমুল ইশারা বা প্রদর্শক সর্বনামসমূহের ব্যবহার।
- ✓ কিছু ইসমুল ইশারা ও প্রশ্নবোধক অব্যয়, যেগুলো কুরআনে ১০ হাজার বারেরও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।
- ✓ ১০টি শব্দে ইসমুল ইশারা বা প্রদর্শক সর্বনামের প্রায়োগিক অনুশীলন।



গল্পকথায় ইসমুল ইশারা বা প্রদর্শক সর্বনাম পরিচিতি

সাব্বির আজ কাওয়াইদ ক্লাসে খুবই ইন্টারেস্টিং একটি বিষয় শিখেছে। আজ তাদের পড়ানো হয়েছে কিছু ইসমুল ইশারা বা Demonstrative pronoun। এর সাথে আরও কিছু শব্দ, যেগুলো কুরআনুল কারিমে প্রায় ১০ হাজার বার এসেছে।

বাসায় এসে সাব্বির সারার সাথে এ বিষয়টি শেয়ার করল। তখন পাশ থেকে জারা বলে উঠল, ‘ভাইয়া, ইসমুল ইশারা মানে কী?’

সাব্বির উত্তর দিল, ‘যে শব্দ দিয়ে কোনো কিছুকে নির্দেশ করা হয়, তাকে ইসমুল ইশারা বলে। যেমন : তুমি ইংরেজিতে পড়ছ—This, That। একে আরবিতে বলে—হাযা (هَذَا), যালিকা (ذَلِكَ)। তুমি ইংরেজিতে যেটাকে This is a book পড়ছ, আরবিতে সেটাকে হাযা কিতাবুন (هَذَا كِتَابٌ) বলে। বুঝেছ এবার?’

জারা মাথা নাড়ল, ‘জি ভাইয়া, বুঝেছি। জাযাকাল্লাহ!’

সাব্বির মিষ্টি হেসে বলল, My Pleasure, Dear Sister!



ইসমুল ইশারা বা প্রদর্শক সর্বনাম ব্যবহারবিধি

ج	ب	الف
إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ অবশ্যই এরা পথভ্রষ্ট। [সূরা মুতাফফিফিন, আয়াত : ৩২]	تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴿١٣﴾ সেগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। [সূরা নিসা, আয়াত : ১৩]	ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ সেটিই নেককারদের পুরস্কার। [সূরা যুমার, আয়াত : ৩৪]



ইসমুল ইশারা বা প্রদর্শক সর্বনামের সংজ্ঞা

إِلْيَاشَارَةٍ অর্থ—ইজিত বা ইশারা। اِسْمُ الْإِشَارَةِ অর্থ—ইজিতবাচক ইসম, যার মাধ্যমে কোনো কিছুর দিকে ইশারা করা হয়, তাকেই اِسْمُ الْإِشَارَةِ তথা ইজিতবাচক ইসম বলে।

আর اِسْمُ الْإِشَارَةِ-এর পরবর্তী ইশারাকৃত ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়টিকে মুশারুন ইলাইহি (مُشَارُ إِلَيْهِ) বলে। যেমন : هَذَا كِتَابٌ-এটি একটি কিতাব—এই বাক্যে هَذَا শব্দটি اِسْمُ الْإِشَارَةِ তথা ইজিতবাচক ইসম আর كِتَابٌ শব্দটি مُشَارُ إِلَيْهِ তথা ইশারাকৃত ব্যক্তি/বস্তু বা বিষয়।

ইসমুল ইশারার পরপরই সাধারণত Indication to (مُشَارُ إِلَيْهِ) ব্যবহৃত হয়।



ইসমুল ইশারা বা প্রদর্শক সর্বনামের ব্যাখ্যা

ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٦﴾

সেটি নেককারদের পুরস্কার।

[সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ২৬]

ওপরের আয়াতে ذَلِكَ শব্দটি হলো اِسْمُ الْاِشَارَةِ যার অর্থ, সেটা বা উহা। এটি একটি দূরবর্তী বিষয়কে ইঙ্গিত করছে।

আরবিতে এমন মোট ১২টি اِسْمُ الْاِشَارَةِ বা ইঙ্গিতবাচক ইসম রয়েছে। এর মধ্যে ৬টি কাছের অর্থ বোঝাতে আর ৬টি দূরের অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।



ইসমুল ইশারা বা প্রদর্শক সর্বনামসমূহ

পুরুষবাচক	অর্থ	স্ত্রীবাচক	বচন
কাছের			
هَذَا	ইহা/এটি	هَذِهِ	একবচন
هَذَانِ/هَذَيْنِ	এ দুটি	هَاتَانِ/هَاتَيْنِ	দ্বিবচন
هَؤُلَاءِ	এগুলো/এরা	هَؤُلَاءِ	বহুবচন
দূরের			
ذَلِكَ	উহা/সেটি	تِلْكَ	একবচন
ذَانِكَ	ওই দুটি	تَانِكَ	দ্বিবচন
أُولَئِكَ	সেগুলো/ওগুলো/ওরা	أُولَئِكَ	বহুবচন

এই ১২টি ইসমুল ইশারা বা প্রদর্শক সর্বনাম পবিত্র কুরআনে ১ হাজার ৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে।



পরিচ্ছেদ ২৪

আরবি ভাষার কয়েকটি অজানা বিষয়, যা শিক্ষার্থীদের জানা উচিত



এই লেসনে যা যা শিখব

- ✓ গল্পকথায় ইস্তিফহাম বা প্রশ্নবোধক বাক্যের পরিচয়।
- ✓ আরবি প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহারবিধি।
- ✓ আরবি প্রশ্নবোধক শব্দসমূহ - হুরুফুল ইস্তিফহামের (حُرُوفُ الْإِسْتِفْهَامِ) সংজ্ঞা, উদাহরণ ও ব্যাখ্যা।
- ✓ হুরুফুল ইস্তিফহামের (حُرُوفُ الْإِسْتِفْهَامِ) অর্থ ও প্রয়োগ।
- ✓ কুরআনে হুরুফুল ইস্তিফহামের (حُرُوفُ الْإِسْتِفْহَامِ) পরিসংখ্যান ও প্রায়োগিক ব্যবহার।
- ✓ اللهُ أَكْبَرُ ও اللهُ أَكْبَرُ-এর মধ্যে পার্থক্য।
- ✓ কুরআনে اللهُ-এর আলিফকে টেনে পড়ার ব্যবহার।
- ✓ اِذْ ও اِذْ-ব্যবহৃত স্থানের পার্থক্য।
- ✓ لَ ও لَ-এর ব্যবহৃত স্থানের পার্থক্য।
- ✓ কুরআনে আল্লাহ তাআলার রাজকীয় বহুবচনের ব্যবহার।



গল্পকথায় আরবি ইস্তিফহাম বা প্রশ্নবোধক বাক্যের পরিচয়

সাব্বির যথাসময়ে বাসা থেকে মাদরাসার উদ্দেশে বের হলো। কিন্তু রাস্তায় এসে পড়ে গেল প্রচণ্ড ট্র্যাফিক জ্যামের ভেতরে। এ কারণে মাদরাসায় পৌঁছাতে ১৫ মিনিট দেরি হয়ে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল, ক্লাসে আরবি শিক্ষক বসে আছেন। সে বিনীতভাবে সালাম দিয়ে ক্লাসে প্রবেশের অনুমতি চাইল, ‘আ আদখুলু ইয়া উস্তাযু? May I Come in Sir?’

শিক্ষক সাব্বিরকে দরজার ওপাশে দাঁড়ানো দেখে অবাক হলেন। কারণ সে সাধারণত দেরি করে না, ক্লাস শুরুর ১০-১৫ মিনিট আগেই উপস্থিত থাকে। তাই তিনি একটু নরম সুরে বললেন, ‘ক্লাসে ঢোকার অনুমতি দেব। আগে বলো দেখি, আরবি কাওয়াইদ অনুযায়ী আ আদখুলু শব্দে ‘আ’ কী ধরনের শব্দ?’ সাব্বির সাথে সাথে উত্তর দিল, ‘ইস্তিফহাম বা প্রশ্নবোধক শব্দ।’



আরবি ইস্তিফহাম বা প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহারবিধি

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ⑨

মুসার ঘটনা কি আপনার কাছে এসেছে?

[সূরা ত-হা, আয়াত : ৯]



আরবি প্রশ্নবোধক শব্দসমূহ - হুরুফুল ইস্তিফহাম (حُرُوفُ الْإِسْتِفْهَامِ) সংজ্ঞা, উদাহরণ ও ব্যাখ্যা

আরবি ভাষায় প্রশ্ন করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট শব্দ ও অব্যয় ব্যবহৃত হয়, যেগুলোকে হুরুফুল ইস্তিফহাম (حُرُوفُ الْإِسْتِفْهَامِ) বলে। এগুলো সাধারণত প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং বাক্যের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে সাহায্য করে। যেমন : هَلْ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ⑨

মুসার ঘটনা কি আপনার কাছে এসেছে?

[সূরা ত-হা, আয়াত : ৯]

এখানে هَلْ একটি প্রশ্নবোধক শব্দ, যার দ্বারা প্রশ্ন করা হচ্ছে—আপনার কাছে কি মুসার ঘটনা পৌঁছেছে নাকি পৌঁছেনি? তাহলে বোঝা গেল, هَلْ একটি (حُرُوفُ الْإِسْتِفْهَامِ) হুরুফুল ইস্তিফহাম বা প্রশ্নবোধক শব্দ।



হুরুফুল ইস্তিফহামের (حُرُوفُ الْإِسْتِفْهَامِ) অর্থ ও প্রয়োগ

প্রশ্নবোধক অব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : هَلْ، أ، مَنْ، مَا، مَاذَا

প্রয়োগ	অর্থ	অব্যয়	ক্র.
এটি সাধারণত কোনো ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এর উত্তরে 'হ্যাঁ' نَعَمْ বা 'না' لَا দিয়ে উত্তর দেওয়া হয়।	কি?	هَلْ	১
এটি মূলত 'হাল' এর মতোই ব্যবহৃত হয়। তবে এটি নির্দিষ্ট দুটি বিষয়ের মধ্যে একটিকে নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।	কি?	أ	২
এটি বুদ্ধিমান বা সচেতন সত্তার পরিচয় জানার জন্য ব্যবহৃত হয়।	কে/যে	مَنْ	৩
এটি নির্জীব/জড়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়।	যা/কী?	مَا	৪
এটি মূলত 'مَا' এরই একটি রূপ, তবে এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো কাজ বা বিষয় সম্পর্কে জানতে ব্যবহৃত হয়।	যা/কী?	مَاذَا	৫



কুরআনে হুরুফুল ইস্তিফহামের (حُرُوفُ الْإِسْتِفْهَامِ) পরিসংখ্যান ও প্রায়োগিক ব্যবহার

পুনরাবৃত্তি	সূত্র	অর্থ	উদাহরণ	অব্যয়	ক্র.
৯৩	সুরা নাযিআত, আয়াত : ১৫	মুসার ঘটনা কি আপনার কাছে এসেছে?	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ⑩	هَلْ	১
৪৯৭	সুরা নাযিআত, আয়াত : ২৭	তোমরা কি সৃষ্টিতে কঠিনতর, না মহাকাশ? তিনিই এসব বানিয়েছেন।	أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا ⑪	أ	২
৮৬১	সুরা বাকারা, আয়াত : ২৫৫	কে এমন আছে, যে তাঁর কাছে সুপারিশ করবে?	مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ ⑫	مَنْ	৩
২৫৩০	সুরা বাকারা, আয়াত : ৬৮	তারা বলল, তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো—যেন তিনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা করে দেন সেটি কী?	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ⑬	مَا	৪

পুনরাবৃত্তি	সূত্র	অর্থ	উদাহরণ	অব্যয়	ক্র.
২৬	সূরা বাকারা, আয়াত : ২১৫	তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, কী তারা খরচ করবে।	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ﴿٢١٥﴾	مَاذَا	৫



اللهُ الْكَبِيرُ ও اللهُ الْكَبِيرُ-এর মধ্যে (আল্লাহুর আলিফে/আ-তে টান দিয়ে ও টান ছাড়া পড়া) পার্থক্য

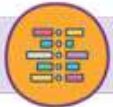
اللهُ এর স্বাভাবিক অর্থ হলো, আল্লাহ মহান। এই তাকবিরের প্রথম ‘আ’-কে টেনে পড়লে বাক্যটি প্রশ্নবোধক হয়ে যায়। যেমন : اللهُ এর সাথে যুক্ত করলে হয়ে যায় اللهُ, ١+٢ তখন অর্থ হয়ে যায়, আল্লাহ কি মহান?

মনে করুন, কেউ সালাতে তাকবির বলার সময় এভাবে আলিফে টান দিয়ে اللهُ পড়ল। তাহলে কী হবে? তাহলে اللهُ এর অর্থের পরিবর্তনের কারণে তার সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ তখন আল্লাহু আকবার বাক্যটি প্রশ্নবোধক হয়ে যায়।



কুরআনে اللهُ এর ‘আলিফ’কে টেনে পড়ার ব্যবহার

সূত্র	অর্থ	উদাহরণ	ক্র.
সূরা ইউনুস, আয়াত : ৫৯	বলো, আল্লাহই কি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর ওপর অপবাদ দিচ্ছে?	قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾	১
সূরা নামল, আয়াত : ৫৯	আল্লাহ কি শ্রেষ্ঠ নাকি ওরা—তারা যাদেরকে শরিক সাব্যস্ত করে?	اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾	২



وُ وِ-এর ব্যবহৃত স্থানের পার্থক্য

وُ কল্পিত বা ঘটনা সম্ভব নয় এমন কথার স্থানে ব্যবহার করা হয়। যেমন :

সূত্র	অর্থ	উদাহরণ	ক্র.
সূরা হুদ, আয়াত : ১১৮	আর যদি আপনার রব ইচ্ছা করতেন, তবে সমস্ত মানুষকে এক (ধর্মীয়) জাতিভুক্ত করতে পারতেন।	وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴿١١٨﴾	১



পরিচ্ছেদ ২৭

নিজে নিজে ক্রিয়া তৈরি শিখি : ক্রিয়াপদের গঠনতন্ত্র ও শব্দ পরিবর্তন (Tense)



এই লেসনে যা যা শিখব

- ✓ গল্পকথায় ক্রিয়ার ধাতুরূপ বা সিগাহ পরিচিতি, ক্রিয়ার ধাতুরূপ বা সিগাহর ব্যবহারবিধি।
- ✓ (مِنْفَعَة) সিগাহ (Conjugation of verbs)-এর সংজ্ঞা ও অতীতকালের ১৪টি সিগাহ।
- ✓ ফে'ল (الْفَعْلُ) বা আরবি ক্রিয়ার সংজ্ঞা, উদাহরণ ও ব্যাখ্যা।
- ✓ সিগাহ-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ৮টি পরিভাষা।
- ✓ সিগাহর পরিচিতিমূলক ১৪টি আরবি পরিভাষা।
- ✓ মূল ক্রিয়া থেকে অন্য শব্দ তৈরি করার পদ্ধতি।
- ✓ ত্রিমূল-বিশিষ্ট শব্দ বা সূলাসির (ثَلَاثِي) সংজ্ঞা, উদাহরণ ও ব্যাখ্যা।
- ✓ চতুর্মূল-বিশিষ্ট শব্দ বা বুবাযির (أَرْبَعِي) সংজ্ঞা, উদাহরণ ও ব্যাখ্যা।
- ✓ মুস্তমূল বা মুজাররাদের (مُجَرَّر) সংজ্ঞা ও প্রকার।
- ✓ মুস্ত ত্রিমূল বা সূলাসি মুজাররাদের (ثَلَاثِي مُجَرَّر) সহজ উদাহরণ।
- ✓ যুক্তমূল বা মাযিদ ফিহের (مَزِيد فِيهِ) সংজ্ঞা ও প্রকার, আরবি ক্রিয়ার বাব (بَاب) পরিচিতি।
- ✓ ক্রিয়ার ৩ কালিমা, ৬ কালিমা ও ৭ কালিমার পরিচয়।
- ✓ মূল তিন অক্ষরবিশিষ্ট মাদ্দাওয়ালা (ثَلَاثِي) ক্রিয়ার ৬টি বাব (بَاب) পরিচিতি।
- ✓ আরবি ক্রিয়ার বাবের প্রকারভেদ।
- ✓ আরবি ক্রিয়ার বাবসমূহ।
- ✓ কুরআনে ব্যবহৃত ২১টি বাবের উদাহরণ।



গল্পকথায় ক্রিয়ার ধাতুরূপ বা সিগার পরিচিতি

মাগরিবের সালাত শেষ হয়েছে। প্রতিদিনের মতো আজও সারা হোমওয়ার্ক করতে বইপত্র নিয়ে বসে গেল। সে পড়ছে—‘ফাআলা, ফাআলা-, ফাআলু...’

পাশে বসা ছিল জারা। বড় বোনকে ছন্দাকারে এভাবে সুরে সুরে পড়তে শুনে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘এগুলো কী পড়ছ আপু?’

সারা বলল, ‘এগুলো হলো সিগাহ। সিগাহ মানে আরবি ভাষার এমন বিশেষ ধরনের শব্দ, যেগুলো ক্রিয়ার একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনের পুরুষ ও স্ত্রী-লিঙ্গের বিভিন্ন রূপকে বোঝায়। এই ধরো, আমরা ইংরেজিতে বলি, He Did (সে করেছিল)। এই বাক্যে He বা সে হলো কর্তা। ইংরেজি বাক্যে আলাদা একটি শব্দে কর্তা সম্পর্কে বলে দিতে হয়।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আরবিতে আলাদা করে কর্তার কথা না বললেও এই সিগাহ দেখলেই বোঝা যায় কর্তার পরিচয়। যেমন : فَعَلَ - ফাআলা একটি আরবি সিগাহ। এর অর্থ ‘সে করেছিল’। এই সিগাহটির ভেতরে এর কর্তা فاعِل বা ‘সে’ রয়েছে। আলাদা করে فاعِل বলতে হয়নি।’

শুনে জারা বলল, ‘বাহ, আরবি ভাষা তো খুবই সহজ ও ইন্টারেস্টিং!’

সারা জবাব দিল, ‘হুম, আমাদের টিচার আজ ক্লাসে বলেছেন, আরবি ভাষা একটি সহজ ও সমৃদ্ধ ভাষা।’

জারা মজার একটি বিষয় শিখতে পেরে আপুকে ধন্যবাদ জানাল।



ক্রিয়ার ধাতুরূপ বা সিগাহর ব্যবহারবিধি

وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَائِفًا مِّنْ آبَائِهِمْ ۝

আর তিনি তাদের ওপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি।

[সূরা ফিল, আয়াত : ৩]

এখানে أَرْسَل শব্দটি হলো অতীতবাচক ক্রিয়ার একবচনের একটি সিগাহ বা ধাতুরূপ। এই সিগাহটির অফিসিয়াল নাম أَرْسَلَ مَزِيدًا ۝। সিগাহটির অর্থ ‘তিনি প্রেরণ করেছেন’। এখানে أَرْسَلَ শব্দটির ভেতরে فاعِل শব্দটি কর্তা আকারে লুকিয়ে আছে। এভাবে এই সিগাহ থেকে আরও সিগাহ তৈরি করা যায়।



(صِيغَةُ) সিগাহর (Conjugation of verbs) সংজ্ঞা ও অতীতকালের ১৪টি সিগাহ (صِيغَةُ)

নির্দিষ্ট কালে ক্রিয়ার একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনের পুরুষ ও স্ত্রী-লিঙ্গের বিভিন্ন রূপকে ক্রিয়ার ধাতুরূপ/সিগাহ (صِيغَةُ) বলে।

আরবি ভাষায় মাযি বা অতীতকালের এ ধরনের ক্রিয়ার মোট ১৪টি ধাতুরূপ (صِيغَة) রয়েছে। যেমন :

فَتَحُوا	فَتَحَا	فَتَحَ
فَتَحْنِ	فَتَحْنَا	فَتَحْتُ
فَتَحْتُمْ	فَتَحْتُمَا	فَتَحْتَ
فَتَحْتَنَ	فَتَحْتُمَا	فَتَحْتِ
এক নজরে ১৪ সিগাহ	فَتَحْنَا	فَتَحْتُ



সিগাহ-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ৮টি পরিভাষা

আরবি শব্দের গঠন ও রূপান্তর বুঝতে ৮টি পরিভাষা জানা খুবই জরুরি। যেমন—

- ১ ওয়াহিদ (وَاحِدٌ): ওয়াহিদ অর্থ এক। যেমন : اللهُ অর্থ আল্লাহ।
- ২ তাসনিয়া (تَنْبِيئٌ): তাসনিয়া অর্থ দুই। যেমন : عَيْنَانِ অর্থ দুচোখ।
- ৩ জমা (جَمْعٌ): জমা অর্থ দুয়ের অধিক। যেমন : رُسُلٌ অর্থ রাসুলগণ।
- ৪ মুযাক্কার (مُذَكَّرٌ): মুযাক্কার অর্থ পুরুষবাচক শব্দ। যেমন : مَلِكٌ মানে বাদশাহ।
- ৫ মুআন্নাস (مُؤَنَّنٌ): মুয়ান্নাস অর্থ স্ত্রীবাচক শব্দ। যেমন : أَلْفٌ মানে জিন।
- ৬ উত্তম পুরুষ - মুতাকাল্লিম (مُتَكَلِّمٌ): বক্তা নিজে হলো মুতাকাল্লিম বা কথক (مُتَكَلِّمٌ) যেমন : أَنَا অর্থ আমি।
- ৭ মধ্যম পুরুষ - হাযির (حَاضِرٌ): উপস্থিত ব্যক্তিকে হাযির (حَاضِرٌ) বলে। যেমন : أَنْتَ অর্থ তুমি।
- ৮ নাম পুরুষ - গায়িব (غَائِبٌ): অনুপস্থিত ব্যক্তিকে গায়িব (غَائِبٌ) বলে। যেমন : هُوَ মানে সে।



সিগাহের পরিচিতিমূলক ১৪টি আরবি পরিভাষা

ক্রিয়ার একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনের পুরুষ ও স্ত্রী-লিঙ্গের বিভিন্ন রূপকে বোঝানোর জন্য ১৪টি সিগাহ ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন—

পরিভাষার অর্থ	পরিভাষা	অর্থ	সিগাহ	ক্রম
অনুপস্থিত পুরুষবাচক একজন	وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ	সে একজন পুরুষ খুলেছে	فَتَحَ	১
অনুপস্থিত পুরুষবাচক দুজন	تَنْبِيئٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ	তারা দুজন পুরুষ খুলেছে	فَتَحَا	২



কুরআন তাদাব্বুর ল্যাব—নিজেই যাচাই করুন - ০১

এই বইটি পড়ে আপনি কুরআনের কতটুকু বুঝবেন?
সূরা আলাক (৯৬) : আয়াত ১

اَقْرَأْ	بِاسْمِ	رَبِّكَ	الَّذِي	خَلَقَ
পড়ো	নামে	তোমার রবের	যিনি	সৃষ্টি করেছেন

নিচের প্রতিটি শব্দে দেখুন—আপনি ইতিমধ্যে কোন পরিচ্ছেদে এটি শিখেছেন।

মোটশব্দ : ৬টি। বইয়ে আছে : ৬টি (১০০%)

প.২৮	প.১৪	প.১১/ প.১৭	প.০৩/ প.১৭	প.১৬	প.৩৩	
خَلَقَ	الَّذِي	رَبِّكَ	بِاسْمِ	اَقْرَأْ	اَقْرَأْ	$\frac{100\%}{(6/6)}$

বোধগম্যতা বিশ্লেষণ

শব্দ কভারেজ

১০০% (৬/৬টি)

ব্যাকরণ কভারেজ

১০০%

গড় বোধগম্যতা

১০০%

আপনি এই আয়াতের ১০০% অর্থ বুঝতে পারছেন
শুধু এই বইয়ের ৭টি পরিচ্ছেদ পড়েই!

শব্দে শব্দে বিশ্লেষণ

ক্রম	আরবি	উচ্চারণ	বাংলা অর্থ	প্রকার	এই শব্দের ব্যাকরণ	এই বইয়ের যে লেসনে শিখি	কুরআনে কতবার
১	اقْرَأْ [প.৩৩]	ইকরা	পড়ো	ফে'ল	ফে'লে আমর, মুফরাদ মুযাক্কার	পরিচ্ছেদ ৩৩: আমর ক্রিয়ার রূপ	০৩ বার
২	بِ [প.১৬]	বি	দিয়ে/ -এর নামে	হরফ	হরফুল জার (সম্বন্ধবাচক অব্যয়)	পরিচ্ছেদ ১৬: ১১টি হুরফুল জার	৫১০ বার
৩	اسْمِ [প.০৩,১৭]	ইসমি	নাম	ইসম	মুফরাদ, মুযাক্কার, মাজরুর, মুযাফ	পরিচ্ছেদ ০৩: ইসম পরিচিতি; প.১৭: ইযাফত	২৪ বার
৪	رَبِّكَ [প.১১,১৭]	রব্বিকা	তোমার রব/ প্রতিপালক	ইসম	মুফরাদ, মুযাক্কার, মাজরুর, মুযাফ+কাফ	পরিচ্ছেদ ১১: ২৮টি সর্বনাম; প.১৭: ইযাফত	৯৭০ বার
৫	الَّذِي [প.১৪]	আল্লাযী	যিনি	ইসম	ইসমুল মাউসুল, মুফরাদ মুযাক্কার	পরিচ্ছেদ ১৪: আল-আসমাউল মাউসুলা	১৩৭৯ বার
৬	خَلَقَ [প.২৮]	খলাক্বা	সৃষ্টি করেছেন	ফে'ল	ফে'লে মাযি, মুফরাদ মুযাক্কার গায়িব	পরিচ্ছেদ ২৮: ফে'লে মাযি	২০৩ বার



কুরআন তাদাব্বুর ল্যাব—নিজেই যাচাই করুন - ০২

এই বইটি পড়ে আপনি কুরআনের কতটুকু বুঝবেন?
সূরা মূলক (৬৭) : আয়াত ১

قَدِيرٌ	شَيْءٍ	كُلِّ	عَلَى	هُوَ	وَ	الْمَلِكُ	بِيَدِهِ	الَّذِي	تَبَارَكَ
সর্বশক্তিমান	বিষয়/ জিনিস	প্রতিটি/ সকল	উপর/ ব্যাপারে	তিনি	এবং	রাজত্ব	যাঁর হাতে	যিনি	মহিমাযিত হলেন

নিচের প্রতিটি শব্দে দেখুন —আপনি ইতিমধ্যে কোন পরিচ্ছেদে এটি শিখেছেন।

মোট শব্দ : ৯টি। বইয়ে আছে : ৭টি (৭৮ %)

প.১০	প.০৯	প.১৭	প.১৬	প.১১	প.১৯	প.০৯	প.১৬,১১	প.১৪	প.২৮
قَدِيرٌ	شَيْءٍ	كُلِّ	عَلَى	هُوَ	وَ	الْمَلِكُ	بِيَدِهِ	الَّذِي	تَبَارَكَ
= ৭৮ % (৭/৯)									

বোধগম্যতা বিশ্লেষণ

শব্দ কভারেজ

৭৮ % (৭/৯টি)

ব্যাকরণ কভারেজ

৭৮ %

গড় বোধগম্যতা

৭৮ %

আপনি এই আয়াতের ৭৮ % অর্থ বুঝতে পারছেন
শুধু এই বইয়ের ৯টি পরিচ্ছেদ পড়েই!

শব্দে শব্দে বিশ্লেষণ

ক্রম	আরবি	উচ্চারণ	বাংলা অর্থ	প্রকার	এই শব্দের ব্যাকরণ	এই বইয়ের যে লেসনে শিখি	কুরআনে কতবার
১	تَبَارَكَ [প.২৮]	তাবা-রকা	মহিমান্বিত হলেন	ফে'ল	ফে'লে মাযি, মুফরাদ মুযাক্কার গায়িব	পরিচ্ছেদ ২৮: ফে'লে মাযি	০৯ বার
২	الَّذِي [প.১৪]	আল্লাযী	যিনি	ইসম	ইসমুল মাউসুল, মুফরাদ মুযাক্কার	পরিচ্ছেদ ১৪: আল-আসমাউল মাউসুলা	১৪৪২ বার
৩	بِيَدِهِ [প.১৬,১১]	বিয়াদিহি	যাঁর হাতে	হরফ+ ইসম	হরফুল জার বি+ ইসম মুযাফ+ হু (সর্বনাম)	পরিচ্ছেদ ১৬: হুরুফুল জার; পরিচ্ছেদ ১১: সর্বনাম	বইয়ে নেই
৪	الْمَلِكُ [প.০৯]	আল-মুলকু	রাজত্ব	ইসম	মুফরাদ মুযাক্কার মারিফা মারফু	পরিচ্ছেদ ০৯: মারিফা ও নাকিরা	বইয়ে নেই
৫	وَ [প.১১,১৯]	ওয়া	এবং	হরফ	ওয়াও আতফ	পরিচ্ছেদ ১১: সর্বনাম	৯০৫০ বার
৬	هُوَ	হুওয়া	তিনি	ইসম	সর্বনাম হুওয়া	পরিচ্ছেদ ১৯: হুরুফুল আতফ	৪৮১ বার
৭	عَلَى [প.১৬]	আলা	উপর/ ব্যাপারে	হরফ	হরফুল জার	পরিচ্ছেদ ১৬: ১১টি হুরুফুল জার	১৪৪৫ বার
৮	كُلِّ [প.১৭]	কুল্লি	প্রতিটি/ সকল	ইসম	মুফরাদ মুযাক্কার মুযাফ	পরিচ্ছেদ ১৭: ইযাফত	৩৫৮ বার

ক্রম	আরবি	উচ্চারণ	বাংলা অর্থ	প্রকার	এই শব্দের ব্যাকরণ	এই বইয়ের যে লেসনে শিখি	কুরআনে কতবার
৯	شَيْءٍ [প.০৯]	শাইয়িন	বিষয়/ জিনিস	ইসম	মুফরাদ মুযাক্কার নাকিরা মাজরুর	পরিচ্ছেদ ০৯: মারিফা ও নাকিরা	২৮৩ বার
১০	قَدِيرٌ [প.১০]	কদীরুন	সর্বশক্তিমান	ইসম	সিফাত, মুফরাদ মুযাক্কার নাকিরা মারফু	পরিচ্ছেদ ১০: ৮৮৮ বার ব্যবহৃত শব্দ	৩৮ বার